পিঙ্গলাচার্য কর্তৃক সংকলিত

পাণিনীয় শিক্ষা

(বিস্তৃত ভূমিকা, মূল অংশ, বাংলা অনুবাদ, ইংরাজী অনুবাদ, সান্বয় শব্দার্থ, শিক্ষা প্রকাশ ও পঞ্জিকা টীকা, আলোচনা সহ প্রকাশিত)

সম্পাদক

নির্মাল্য দাস

ডবল এম.এ. (সংস্কৃত ও ইতিহাস), বি.এড.

সহঃ শিক্ষক

হাটগোবিন্দপুর এম. সি. উচ্চ বিদ্যালয়

বর্ধমান

সংস্কৃত বুক ডিপো

।। পুরোবাক্ ।।

"যেন ধৌতা গিরঃ পুংসাং বিমলৈঃ শব্দবারিভিঃ।
তমশ্চাজ্ঞানজং ভিন্নং তস্মৈ পাণিনয়ে নমঃ।।"

বেদের মন্ত্রগুলি লোকের মুখে মুখে বিশেষতঃ গুরু শিষ্য - পরম্পরায় পুরুষানুক্রমে প্রচলিত ছিল। ফলে বৈদিক মন্ত্রসমূহের বিকৃত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। তাই মন্ত্রের স্বর, বর্ণ, পাঠ-প্রণালী যাতে অবিকৃত থাকে তার জন্য কতকগুলি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। বেদার্থের সম্যক্ অবগতির জন্য এই গ্রন্থগুলি একান্ত অপরিহার্য। তাই বেদের অঙ্গ বা সহায়ক এই গ্রন্থগুলিকে বলা হয় বেদাঙ্গ। সুতরাং; বেদাঙ্গ হল বেদের অঙ্গস্বরূপ। বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে যেমন অঙ্গীর পরিপূর্ণতা, তেমনি বেদাঙ্গগুলি নিয়েই বেদের পূর্ণতা। বেদাঙ্গ সংখ্যায় ছয়টি - শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, ছন্দ এবং জ্যোতিষ। এক একটি বেদাঙ্গের দ্বারা এক এক প্রকার প্রয়োজন সাধিত হয়। 'শিক্ষা' হল বেদাঙ্গগুলির মধ্যে প্রথম। শিক্ষাশাস্ত্র হল প্রকৃতপক্ষে বেদের ধ্বনিবিজ্ঞান। বৈদিক মন্ত্রের উচ্চারণ প্রমাদ পরিহারের জন্য শিক্ষাশাস্ত্রের জ্ঞান অপরিহার্য। ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব - এই প্রত্যেক বেদের শিক্ষাগ্রন্থ ছিল পৃথক্, যদিও সব বেদের শিক্ষাগ্রন্থ পাওয়া যায় নি। সামবেদের 'নারদীয় শিক্ষা', শুক্লযজুর্বেদের 'যাজ্ঞবল্ক্য শিক্ষা', কৃষ্ণযজুর্বেদের 'ব্যাস শিক্ষা' এবং অথর্ববেদের 'মাণ্ডুকী শিক্ষা' পাওয়া গেলেও ঋগ্বেদের শিক্ষাগ্রন্থ আজও আবিষ্কৃত হয় নি। তবে অনেকে 'পাণিনীয় শিক্ষা'-কেই ঋগ্বেদের শিক্ষাগ্রন্থ বলে মনে করেন। কিন্তু পাণিনীয় শিক্ষা অনেক পরবর্তীকালের রচনা। এই গ্রন্থের নামের সঙ্গে পাণিনির নাম যুক্ত হলেও প্রচলিত ঐতিহ্য অনুসারে এটি আচার্য পিঙ্গলের রচনা। পরবর্তী কালের রচনা হলেও ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ে এর মধ্যে যে সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক আলোচনা আছে, তার জন্যে ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই শিক্ষা গ্রন্থটিই প্রধান বলে বিবেচিত হয়।

বর্তমানে পিঙ্গলাচার্য কৃত এই শিক্ষাগ্রন্থটি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ সার্ভিস কমিশনের পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এই গ্রন্থটিকে নিয়ে লেখা শিক্ষার্থীর উপযোগী পুরোপুরি পূর্ণাঙ্গ বাংলা ভাষায় এই গ্রন্থ এখন দুর্লভ। তাই শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় দিকগুলি লক্ষ্য রেখে প্রায় সকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনার সন্নিবেশ দ্বারা এই সংস্করণটি তাদের জন্য বিশেষ উপযোগী করে তোলার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করি, এতে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

ক্ষুদ্রায়তন এই গ্রন্থটি কোনোভাবেই অভিনবত্বের দাবী রাখে না। এই সংস্করণটি সম্পাদনার

সময় আমার পূর্বসূরী যে সকল খ্যাতনামা সম্পাদক ও সম্পাদিকার বাংলা অথবা ইংরাজী সংস্করণের সাহায্য নিয়েছি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। আর 'সংস্কৃত বুক ডিপো'র সংস্কৃতানুরাগী কর্ণধার মাননীয় শ্রী অভয় বর্মণ মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যেই গ্রন্থটির আত্মপ্রকাশ। আমি তার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। অভিনব মুদ্রণের সত্ত্বাধিকারী এবং 'দি নিউ জয়কালী প্রেস'-এর সুযোগ্য কর্মচারীবৃন্দ নেপথ্যে থেকে গ্রন্থটির মুদ্রণে সহায়তা করেছেন। তাঁদের এই প্রশংসনীয় প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য।

পরিশেষে বলি, যাদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে গ্রন্থটি প্রকাশিত হল, তাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হলেই আমার শ্রম সার্থক হল বলে বিবেচনা করব। গ্রন্থের উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য যে কোনো প্রকার দিগ্‌দর্শন সাদরে গ্রহণযোগ্য। অনিচ্ছাকৃত কিছু ত্রুটি থাকলে নিজগুণে মার্জনা করবেন সুধীজন - এটাই বিনীত প্রার্থনা।

বরদা বেদমাতা সবার কল্যাণ করুন।

কানাইনাটশাল
বর্ধমান - ৩
শুভ মহালয়া
১৪২৪ বঙ্গাব্দ

বিনীত,
নির্মাল্য দাস